দখলদারদের দৌরাত্ম্যে অস্তিত্ব সংকটে ভৈরব নদ

যশোর থেকে রেবা রহমান

যশোর শহরের বুক চিরে বয়ে যাওয়া ঐতিহ্যবাহী ভৈরব নদ দখলের প্রতিযোগিতা চলছেই। জেলা প্রশাসন দফায় দফায় দখলমুক্ত করার উদ্যোগ নিলেও রহস্যজনক কারণে তা থেমে যাচ্ছে। সিদ্ধান্ত ছিল যশোরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য নদ দখলমুক্ত ও খনন করে 'রিভার ভিউ' গড়ে তোলা। যা আদৌ হবে কিনা তা নিয়ে এখন যথেষ্ট সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। কারণ নদের দুইপাড় এমনকি বুক পর্যন্ত মাটি ভরাট করে দখল প্রক্রিয়ার সাথে রয়েছে প্রভাবশালীরা। তাদেরকে নোটিশ দেয়া এবং নদের এলাকা নির্ধারণ করে দখলমুক্ত করার উদ্যোগ বারবার নেয়া হচ্ছে ঠিকই কিন্তু বছরের পর বছর ধরে তা কার্যকর হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না তার জবাব নেই। অনেকক্ষেত্রে প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে সাহসও দেখাতে পারছে না জেলা প্রশাসন। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, গত ১০ বছরে অন্তত ২৫ দফায় নদ দখলমুক্ত করার প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত হয়। অথচ একটিবারও বাস্তবে বাস্তবায়ন হয়নি। দখলমুক্ত করার অভিযান শুরু হয় মাঝেমধ্যে, কিন্তু ২/১ দিন পরই তা থেমে যায়। এভাবেই চলছে দখলমুক্তের অভিযান। সর্বশেষ যশোর জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মিটিংএ ভৈরব নদ দখলমুক্ত ও খনন করার ব্যাপারে জরুরী পদক্ষেপ নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সেটিও কার্যকর হয়নি গত কয়েক মাসে।

এক সময়ের খরস্রোতা ভৈরব নদ এখন প্রায় মৃত। যশোর শহরের প্রাণকেন্দ্র দড়াটানা ছুঁয়ে যাওয়া নদের দুইপাড়ে ব্যবসাকেন্দ্র গড়ে তোলার অজুহাতে শুকিয়ে যাওয়া নদের জমিতে বড় বড় অট্রালিকাও নির্মিত হচ্ছে। এমনকি কোথাও কোথাও নদের বুক পর্যন্ত রাতারাতি মাটি ভরাট করে প্রথমে বাঁশ-খুঁটি পুঁতে এবং পরে তা ধীরে ধীরে ইট, বালু, সিমেন্টের পাকা নির্মাণ কাজ করা হয়। দড়াটানা, নীলগঞ্জ, ঢাকা ব্রিজ, ঘোপ, পুরাতন কসবা ও বারান্দীপাড়া এলাকার বিভিন্নস্থানে ভৈরব নদ যে যার মতো দখল করে নিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে দখল প্রক্রিয়া চললেও সংশ্লিষ্টরা-এর বিরুদ্ধে কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেনি। শহরের বিভিন্ন এলাকার পানি নিষ্কাশনের জন্য নদের পাড়ের বড় বড় ড্রেনের ওপরও বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। দখলবাজদের অনেকে ম্যানেজ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নদের ও ড্রেনের জমি নিজস্ব জমি হিসেবে কাগজপত্রও তৈরি করেছে বলে জানা গেছে। শুধু যশোর শহর ও শহরতলীতেই নয় ভৈরব নদ যেসব স্থানে একেবারেই শুকিয়ে গেছে সেসব স্থানে রীতিমতো আশেপাশের লোকজন দখল করে পুরাদমে চাষাবাদ করছে। যশোরের শিল্প ও বন্দর শহর নওয়াপাড়াতেও একইভাবে পাল্লা দিয়ে ভৈরব নদ দখল হচ্ছে। সেখানেও প্রভাবশালীরা দখল নেয়ায় স্থানীয় প্রশাসন কোন ব্যবস্থা নিতে পারছে না। একটি সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে ভৈরব নদের প্রায় ১শ' কিলোমিটার এলাকার দুই পাড় দখল হয়ে গেছে। তবে যশোর শহরেই দখল প্রক্রিয়াটি চলছে বেশি। নদের জমিতে কিভাবে পাকা ভবন নির্মিত হয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের চোখের সামনে-এ প্রশ্নের উত্তর মিলছে না।

যশোরবাসীর দীর্ঘদিনের প্রাণের দাবী ঐতিহ্যবাহী ভৈরব নদ দখলমুক্ত করা হোক। একইসাথে খনন করে নদের অস্তিত্ব ফিরিয়ে এনে শহরের প্রাণকেন্দ্র দড়াটানার আশেপাশে 'রিভার ভিউ' গড়ে তোলা হোক। বিভিন্ন সময় বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, আইনজীবী, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী ও সামাজিক নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন শ্রেণী- পেশার মানুষ জোর দাবী জানিয়েছেন। দাবী প্রেক্ষিতে বারবার সিদ্ধান্তও হয়েছে। তারপরেও কিছুই হচ্ছে না। দিনে দিনে ভৈরব নদ হারিয়ে যাচ্ছে।

আগামরা রোগে সুন্দরী গাছের জীবন বিপন্ন

কয়রা (খুলনা) থেকে মোস্তফা শফিক

সুন্দরবনের সুন্দরী গাছ আগামরা রোগে মারা যাচ্ছে। সেগুলো নিলামে বিক্রি না হওয়ায় সরকারের ক্ষতি হচ্ছে কোটি কোটি টাকা। গত ৩০-৪০ বছর ধরে সুন্দরবনের সুন্দরী গাছ আগামরা রোগে মারা যাচ্ছে। তবে আগামরা রোগের সঠিক কারণ এখনও উদঘাটন করা সম্ভব হয়নি।

এ কারণে প্রাকৃতিক সম্পদ পৃথিবীর ম্যানগ্রোভ সুন্দরবন হুমকির সম্মুখীন। ইউনেস্কো ঘোষিত "হেরিটেজ সাইট বা ম্যানগ্রোভ" সুন্দরবন বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। সুন্দরবনের মোট আয়তন ৫ লাখ ৭৭

হাজার ২শ’ হেক্টর-এর মধ্যে বনভূমি ৪ লাখ ১ হাজার ৬শ’ হেক্টর বাকি সব জলরাশি। বন বিভাগ সূত্রে জানা যায় এ আয়তনের ৪টি রেঞ্জের অধীনে সুন্দরবনকে ৫৫টি কম্পার্টমেন্টে ভাগ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২৩-২৪টি কম্পার্টমেন্টে সুন্দরী গাছে রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। ১৯, ২৬, ৩২ ও ৩৯ কম্পার্টমেন্টের আওতাধীন সুন্দরী গাছে আগামরা রোগ দেখা দিয়েছে। সুন্দরবন খুলনা রেঞ্জের নলিয়ান, সুতারখালী, বানিয়াখালী, কালাবগি, কাশিয়াবাদ ও সাতক্ষীরা রেঞ্জের কোবাদক, কদমতলা, বুড়িগোয়ালিনী স্টেশন এলাকার অধীনস্থ বিভিন্ন এলাকায় অধিক সংখ্যায় আগামরা রোগে সুন্দরী গাছ আক্রান্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। এছাড়া এ রোগের বিস্তার সবখানে ছড়িয়ে পড়ারও আশংকা রয়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কারণ অনুসন্ধান করে কার্যকরী ব্যবস্থা না নিলে সরকারের কোটি কোটি টাকার সম্পদ হারিয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। বেসরকারী একটি সংস্থার এক জরিপে জানা গেছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ায় পানিতে লবণাক্ততা বেড়ে গেছে। ফলে সুন্দরবনের ভিতরে বিভিন্ন নদ-নদীতে ও খালে জোয়ারের স্থিতিকাল অনেক বেশি হওয়ায় ক্রমাগত পলি পড়ে নদীর তলদেশ ও ভূপৃষ্ঠ উঁচু হচ্ছে। জোয়ারের পানিও মাত্রাতিরিক্ত লবণের প্রভাবে উদ্ভিদের উপর বিরূপ প্রভাব পড়েছে। পলি মাটিতে শুলো ঢেকে যাওয়ায় স্বাভাবিক শ্বাস প্রক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটার কারণে সুন্দরবনের অনেক প্রজাতির গাছ আজ বিলুপ্তি হওয়ার পথে। সুন্দরবন সাতক্ষীরা রেঞ্জের সহকারী বন সংরক্ষক রাজেস চাকমা জানায়, সুন্দরবন অভ্যন্তরে সুন্দরী গাছের লবণাক্ততা সহিষ্ণুতা ক্ষমতা অনেক কম। ফলে সুন্দরবনের অভ্যন্তরে লবণাক্ত এলাকার সুন্দরী গাছে আগামরা রোগ বেশি হয়েছে বলে মনে হয়।

কাশিয়াবাদ স্টেশন কর্মকর্তা ইব্রাহিম হোসেন জানান, ৭০ দশকের শুরুতেই সুন্দরী গাছে আগামরা রোগ দেখা দিয়েছে। সে সময় আগামরা গাছ খুব বেশি না পাওয়া গেলেও বর্তমানে সুন্দরবন অভ্যন্তরে হাজার হাজার আগামরা গাছ পাওয়া যাচ্ছে। তবে দীর্ঘ দিন এ রোগ দেখা দিলেও রোগের সঠিক কারণ নির্ণয় করা আজও সম্ভব হয়নি।

সহকারী বন কর্মকর্তা ডেপুটি রেঞ্জার আনোয়ারুল ছালেহ’র কাছে এ বিষয় জানতে চাইলে তিনি জানান, সুন্দরবন উপকূল তথা বনের ভিতর নতুন নতুন চর জাগলে সেখানে প্রথমে কেওড়া গাছ জন্মায়। পরবর্তীতে সুন্দরী, বাইন, গেওয়া, পশুরসহ প্রাকৃতিক নিয়মে বিভিন্ন গাছ জন্ম নেয়। প্রকৃতির নিয়মে যেখানে সুন্দরী গাছ সেখানেই সুন্দরী, আবার যেখানে বাইন গাছ সেখানেই বাইন গাছ, যেখানে কেওড়া গাছ সেখানেও শুধু কেওড়া গাছ জন্মায়। যে কারণে লবণের দাপটে ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের শ্বাসমূল বা শুলোর উপর বিরূপ প্রভাব পড়ায় গাছের স্বাভাবিক শ্বাস প্রক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটছে। তাছাড়া বছরে ৬ মাস মিষ্টি পানি ৬ মাস লোনা পানি কিন্তু পরিবেশগত পরিবর্তনের কারণে ৮/৯ মাসে লোনা পানি এবং ৩/৪ মাস মিষ্টি পানি প্রভাবিত হচ্ছে। ফলে পরিবেশ প্রতিকূল হয়ে পড়েছে। তবে বন বিভাগের পানি বিশেষজ্ঞ ফরেস্ট রেঞ্জার নূরুল আমীন জানিয়েছেন, উপকূল এলাকায় কপোতাক্ষ, শিবসা, পশুর ও আড়পাঙ্গাশিয়া নদীর মিঠা পানি প্রবাহ অনেক কমে গেছে। আগামরা রোগ নির্ণয় করে তা সরকারিভাবে নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করার ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে কথা হয় পশ্চিম বিভাগের ডিএফও অবনী ভূষণের সাথে। তিনি জানান, নিলামের ব্যবস্থা করা হলে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী মহল আগামরা গাছের সাথে ভাল গাছ কেটে সুন্দরবন ধ্বংস করে।

চট্টগ্রামে আইনজীবীকে আটক করার ঘটনায় বিক্ষোভ

চট্টগ্রাম ব্যুরো

আদালত ভবনের রেকর্ড রুমে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দুই আইনজীবীসহ ২০ জনকে আটক করে রাখার ঘটনায় গত বুধবার আদালত এলাকায় তুলকালাম কাণ্ড ঘটেছে। আইনজীবী সমিতির নেতারা ওই ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে ত্বরিত ব্যবস্থা নিতে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে লিখিত আবেদন জানিয়ে আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন। প্রবীণ আইনজীবী আবুল কাশেম ইনকিলাবকে জানান, তিনি তার পৈতৃক জমির খতিয়ান তুলতে যথাযথ নিয়ম পালন সাপেক্ষে বেলা ২টায় ওই রেকর্ড রুমে যান। একপর্যায়ে রেকর্ড রুমের দায়িত্ব প্রাপ্ত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাসুদুর রহমান ভুইয়া সেখানে এসে তাকে ডেকে পাশের রুমে নিয়ে যান। সেখানে আগে থেকেই একজন আইনজীবীসহ আরও প্রায় ২০ জন উপস্থিত ছিলেন। একপর্যায়ে তার নির্দেশে সবাইকে সে কক্ষে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়। আইনজীবী সমিতির নেতারা এ খবর পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে

উঠেন। বিপুল সংখ্যক আইনজীবী ও আইনজীবী ক্লার্ক কক্ষটি ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ওই আইনজীবী জানান, দীর্ঘ পৌনে এক ঘণ্টা পর তাদের তালা খুলে দেয়া হয়। ততক্ষণে ওই ম্যাজিস্ট্রেট সরে পড়েন। তিনি জানান, রেকর্ড রুমে এসব কাগজপত্র সংগ্রহের জন্য আলাদা কোন কাউন্টার না থাকায় সবাই কক্ষে প্রবেশ করে কাজ সারেন। অথচ ওই ম্যাজিস্ট্রেট কোন কারণ ছাড়াই সবাইকে এভাবে আটকে রাখেন।

কাওড়াকান্দি ঘাটে ৭ চাঁদাবাজ গ্রেফতার

শিবচর (মাদারীপুর) উপজেলা সংবাদদাতা

ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের কাওড়াকান্দি ঘাট ও শিবচর টেম্পু স্ট্যান্ডে মঙ্গলবার দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে চাঁদাবাজির প্রায় ৩৫ হাজার ৫শ' ৪৭ টাকা ও পাঁচটি মোবাইলসহ ৭ চাঁদাবাজকে গ্রেফতার করেছে র‌্যাব। র‌্যাব সূত্র জানায়, মাদারীপুর র‌্যাব-৮ ক্যাম্পের এএসপি শহীদুল্লার নেতৃত্বে র‌্যাবের একটি দল যাত্রী ও শ্রমিক বেশে শিবচরের কাওড়াকান্দি ঘাট ও পৌর এলাকার টেম্পু স্ট্যান্ড এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযানকালে র‌্যাব সদস্যরা কাওড়াকান্দির মাইক্রো স্ট্যান্ডসহ বিভিন্ন ঘাট থেকে চাঁদাবাজ সাইদুল ইসলামকে ৪০৩০ টাকা, রুবেলকে ২৭৬০ টাকা, আলী আকবরকে ২৬২৫ টাকা, শহীদকে ২০ হাজার ৩৮৫ টাকা, বুলু মিয়াকে ৩৬৪৫ টাকা ও পৌর এলাকার টেম্পু স্ট্যান্ড থেকে আক্তার হোসেন সান্টুকে ১২শ' ৫৫ টাকা ও সাগর বেপারিকে ৭শ' ৪৮ টাকাসহ হাতেনাতে গ্রেফতার করে।

রূপগঞ্জে পানির জন্য হাহাকার

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) উপজেলা সংবাদদাতা

রূপগঞ্জ উপজেলার ভূগর্ভস্থ পানির স্তর অস্বাভাবিকভাবে নিচে নেমে যাচ্ছে। গত কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে ৩টি ইউনিয়নের শত শত নলকূপে পানি ওঠা বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক নলকূপে পানি উঠলেও তার পরিমাণ সামান্য। পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় ইরি-বোরো চাষীরা শ্যালোচালিত মেশিন চালিয়ে সেচ কাজ দিতে বাধ্য হচ্ছেন। দেখা দিয়েছে বিশুদ্ধ পানির তীব্র সঙ্কট। মানুষকে সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। এদিকে পানি সঙ্কটের কারণে চলতি মৌসুমের ইরি-বোরো প্রকল্পে সেচ সমস্যা দেখা দিচ্ছে বলে স্থানীয় কৃষকরা অভিযোগ করছেন।

সরজমিনে দেখা গেছে, প্রতি বছর এ সময় থেকে উপজেলার ৭টি ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের পানির স্তর ব্যাপকভাবে নিচে নামতে শুরু করে। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে তা মারাত্মক আকার ধারণ করে। বিশেষ করে কায়েতপাড়া, দাউদপুর, ভোলাব, মুড়াপাড়া,ভুলতা,রূপগঞ্জ সদর ও গোলাকান্দাইল এই ৭টি ইউনিয়নে পানির সঙ্কট তীব্র আকার ধারণ করছে। ইতোমধ্যে এসব ইউনিয়নের নগরপাড়া, বড়ালু,পবনকুল,দেইলপাড়া,কামশাইর, নাওড়া,পর্শি,গুতিয়াব,আউখাব,মাসুমাবদ,পাঁচআইখার ও পর্শি গ্রামের কয়েকজনের সাথে কথা বলে জানা যায়, ইতোমধ্যে এসব এলাকার হস্তচালিত নলকূপে পানি ওঠা বন্ধ হয়ে গেছে। নেয়ামত উল্লাহ নামে একজন নলকূপ মিস্ত্রি বলেন, পানির স্তর ৩০/৪০ ফুট পর্যন্ত নেমে গেছে। পূর্বে ৪০/৫০ ফুট গভীরে পানির স্তর পাওয়া যেত, এখন ১২০ ফুট থেকে ১৪০ ফুটেও সমস্যা হয়। তাই সেচ সঙ্কটের পাশাপাশি পানীয় জলের অভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। এলাকাবাসীরা জানান, বোরো প্রকল্পের নলকূপ থেকে সংগৃহীত পানি গ্রামের লোকজন দু'তিন দিন ধরে সংরক্ষণ করেন। আর এই পানি তাদের খাবার হিসেবে ব্যবহার করতে হচ্ছে। কিন্তু কায়েতপাড়া ও রূপগঞ্জ সদর ইউনিয়নের মানুষ বালুনদীর পানি পানের অযোগ্য হওয়ায় তা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। পানির সঙ্কটের কারণে মানুষ গরু, মহিষ একই ডোবা বা পুকুরে গোসল করছে। আবার এই পানি পানও করছে। ফলে নানা রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ। দেইলপাড়া গ্রামের মহিবুর রহমান ভূইয়া ও মুক্তিযোদ্ধা নূরুল হক জানান, তাদের গ্রামের অধিকাংশ টিউবওয়েলে পানি উঠছে না। তাই শ্যালোমেশিনগুলোতে সকালে লাইন দিয়ে পানি নিতে হচ্ছে। আর সেই পানি দিয়ে খাওয়া-দাওয়া সারতে হচ্ছে। উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আশেক পারভেজ জানান, পানির

স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় জমিতে সেচ দিতে কৃষকদের হিমশিম খেতে হচ্ছে। কৃষকরা জানান, বোরো জমিতে সেচ দিতে অধিকাংশ ডিজেল চালিত নলকূপ মাটি গর্ত করে ৮/১০ ফুট নিচে স্থাপন করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী হুমায়ুন কবীর জানান, রূপগঞ্জ উপজেলায় সর্বমোট ৩ হাজার ৩শ' ৭১টি নলকূপ রয়েছে। এর মধ্যে ১ হাজার ৪০০টি চালু ও বাকিগুলো অকেজো রয়েছে। তিনি বলেন, পানির স্তর ২৫/৩০ ফুট নিচে থাকলে সেটাকে স্বাভাবিক বলে ধরা হয়। কিন্তু রূপগঞ্জে পানির স্তর ইতোমধ্যে স্থানভেদে ৭০/৮০ ফুট পর্যন্ত নিচে বা তারও অধিক নেমে গেছে। দিন দিন আরও নেমে যেতে পারে। তিনি আরও বলেন, অপরিকল্পিতভাবে শিল্প কারখানা স্থাপনে দরুণ এই সমস্যা দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে নদী খননের উদ্যোগ নিতে হবে। আর ঐ সব ফসল চাষের জন্য পানি জমা করে রাখতে হবে।

হোসেনপুরে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় সেচকাজ ব্যাহত

হোসেনপুর (কিশোরগঞ্জ) উপজেলা সংবাদদাতা

এ বছর বোরো মৌসুমে কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় উপজেলার কৃষকরা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। পানির স্তর অস্বাভাবিক নেমে যাওয়ায় কৃষি উৎপাদন বোরো ফসলের বিপর্যয় ঘটতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। এদিকে ফাল্গুন মাসে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় সেচের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। নলকূপসহ শ্যালো মেশিন পাম্পগুলোতে ঠিকমতো পানি উঠছে না। পাম্পগুলোতে পানি কম উঠায় ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ৩-৪ ফুট গভীরে গর্ত করে শ্যালো মেশিন ও পাম্প বসানো হচ্ছে। এ বছর পানির স্তর আরও বেশি নেমে যাওয়ায় কৃষককে আরও বেশি গর্ত গভীর করতে হচ্ছে। জানা যায়, আশির দশক থেকে হোসেনপুর উপজেলায় পানির স্তর নিচে নামতে থাকে। ফারাক্কা বাঁধের বিরূপ প্রভাব ও জলবায়ু পরিবর্তন, অপরিকল্পিতভাবে পানি উত্তোলনের কারণে পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় হুমকির মুখে পড়েছে বোরো আবাদ। পানির স্তর নিচে চলে যাওয়ায় হোসেনপুরে প্রায় ১ হাজার হেক্টর জমিতে সেচ সংকট হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। প্রতি বছর নদ-নদী এবং খাল-বিল ও ভূগর্ভস্থ থেকে যে পরিমাণ পানি উত্তোলন করা হয়, সে পরিমাণ পানি রিজার্ভ থাকছে না। ফলে পানির স্তর ক্রমাগত নিচে নেমে যাচ্ছে।

অলৌকিক কিছু নয়

তাড়াইল (কিশোরগঞ্জ) উপজেলা সংবাদদাতা

তাওহীদ মিয়া (৪) অসুস্থ হয়ে মারা গেছে গত ২৫ ডিসেম্বর। ওই দিন শিশুটির লাশ দাফন করা হয় বাড়ীর পাশের কবরস্থানে। কিন্তু শিশুটির দাদী জমিরুন বেগম (৭৫) প্রায়ই ঘুমের মাঝে স্বপ্নে দেখেন কবরের মধ্যে তাওহীদ জীবিত রয়েছে! এমনি অবস্থায় গত বুধবার সকালে কবর খুঁড়ে তোলা হয় শিশুর লাশ। লাশটি প্রায় অক্ষত দেখে শুরু হয় তোলপাড়। ঘটনাটি ঘটেছে কিশোরগঞ্জের তাড়াইলের রাউতি গ্রামে। লাশ তোলার খবর পেয়ে এলাকার হাজার হাজার নারী-পুরুষ ভিড় করে কবরস্থানে এক নজর লাশটি দেখার জন্য।

এদিকে লাশ উঠানোর আগে যোগাযোগ করা হয় কয়েক জন ওঝার (কবিরাজ) সাথে। একাধিক ওঝা এসে হাজির হন লাশের পাশে। খবর পেয়ে তাড়াইল উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা ইসরাত উদ্দিন আহমদ বাবুল ঘটনাস্থলে এসে মৃত শিশুর পরিবারবর্গের সাথে কথা বলার পর পুনরায় লাশটি একই কবরে মাটি চাপা দেয়া হয়। তাড়াইল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের প্রশাসক মোঃ আবুল কালাম বলেন, বিভিন্ন কারণে কবরের মধ্যে রাখা লাশে পচন ধরতে সময় লাগতে পারে। এটা অলৌকিক কিছু নয়।

সম্পর্কে ননদ-ভাবী

গোপালগঞ্জ জেলা সংবাদদাতা

গোপালগঞ্জে একটি বিদেশী পিস্তল ও ৩ রাউন্ড গুলীসহ দুই মহিলাকে গ্রেফতার করেছে গোপালগঞ্জ থানা

পুলিশ। গত বুধবার বিকেলে শহরের শম্পা স্ন্যাকস থেকে পুলিশ শাহানা বেগম (২৬) , আদুরি বেগমকে (২২) অস্ত্র ও গুলীসহ গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত শাহানার বাড়ী গোপালগঞ্জের ভেড়ারবাজার ও আদুরির বাড়ী জেলার মুকসুদপুর উপজেলার জলিরপাড় গ্রামে। এরা সম্পর্কে ননদ-ভাবী।

শিক্ষকদের ক্লাস বর্জন

দামুড়হুদা (চুয়াডাঙ্গা) উপজেলা সংবাদদাতা

গত বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে দর্শনা সরকারী কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক মফিজ উদ্দিন ক্লাস নেওয়ার সময় কয়েকজন ছাত্র ক্লাস রুমে হট্টগোল করায় তাদেরকে তিনি ধমক দেন। ক্লাস শেষে রুম থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে ৪/৫ জন উশৃঙ্খল ছাত্র ঐ শিক্ষকের উপর চড়াও হয়ে এলোপাথাড়ি কিল ঘুসি মারতে থাকে । এসময় অন্যান্য প্রভাষকরা ঘটনাস্থলে আসার সাথে সাথে তারা পালিয়ে যায়। এখবর ছড়িয়ে পড়লে কলেজের অন্যান্য প্রভাষকরা ক্লাস বর্জন করেন।

আদম ব্যবসায়ীর নির্যাতনে বগুড়ায় ফিরে লাশ হলো দুবাই ফেরত আবদুর রহিম

বগুড়া থেকে স্টাফ রিপোর্টার

চাকরির আশায় বিদেশে গিয়েছিল বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার ঘাঘুরদুয়ার গ্রামের বাদশা মিয়ার একমাত্র ছেলে আবদুর রহিম (২৫)। আদমব্যবসায়ীদের নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে বগুড়ায় ফিরে এসে লাশ হতে হলো তাকে। নিহতের পরিবারের লোকজন অভিযোগ করেছে, রাজধানী ঢাকার টানা ইন্টারন্যাশনাল ও বরিশাল ওভারসিজ নামক দুটি জনশক্তি রফতানিকারক প্রতিষ্ঠান দেড় মাস ধরে গোপন আস্তানায় আটকে রেখে তাকে নির্যাতন করেছে। নির্যাতনের কাহিনী যাতে কাউকে বলতে না পারে এজন্য বিষাক্ত কিছু শরীরের ভিতর প্রবেশ করিয়ে বাড়িতে পাঠানো হয় তাকে। মুমূর্ষু অবস্থায় গত ১ মার্চ সকালে তাকে বগুড়া মোহাম্মদ আলী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার রাতে সে মারা যায়। তারা সাংবাদিকদের আরও জানায়, দেড় মাস আগে সুঠাম ও সুন্দর দেহের ছেলেকে দুবাই-এর উদ্দেশ্যে ঢাকায় পাঠান। সেই ছেলেকে যখন বাড়িতে ফেরত দেয়া হলো তখন শরীর শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া অবস্থায়। অচেতন অবস্থায় শুধু কঙ্কালসার শরীরটা ফেরত দিয়ে যাওয়া হয়। গতকাল বুধবার সকালে মোহাম্মদ আলী হাসপাতালে একমাত্র পুত্রের লাশ দেখে বার বার জ্ঞান হারিয়ে ফেলছিলেন পিতা-মাতা। বগুড়ার আবদুর রহিমকে দুবাই পাঠানো এবং তাদের নির্যাতনে সে মৃত্যুবরণ করেছে এ অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করেছেন জনশক্তি রফতানিকারক প্রতিষ্ঠান টানা ইন্টারন্যাশনালের পরিচালক নুরুল ইসলাম ও বরিশাল ওভারসিজের পরিচালক ফজলুল হক। এ ঘটনার জন্য ওই দুটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদ্বয় পরস্পরকে দোষারোপ করছেন। নিহত রহিমের পরিবার জানায়, ঘাঘুরদুয়ার গ্রামের মৃত জবেদ আলীর পুত্র আদম ব্যবসায়ী আবুল কাশেম তার ভগ্নিপতি শামীমের মাধ্যমে রহিমকে বিদেশ পাঠানোর প্রস্তাব দেয়। এজন্য আড়াই লাখ টাকা গ্রহণ করে। রহিমের পিতা জমি-জমা বিক্রি ও বন্ধক রেখে টাকা সংগ্রহ করে ওই আদম ব্যাপারিকে দেয়। অনেক তালবাহানার পর ভুয়া পাসপোর্ট ও ভিসা বানিয়ে গত বছরের ১৮ জানুয়ারি তাকে দুবাইয়ে পাঠানো হয়। বিদেশে গিয়ে চাকরি না পেয়ে নির্যাতনের শিকার হয় আবদুর রহিম। কবে কখন সে দেশে ফিরেছে একথাও পরিবারের লোকজনকে জানানো হয়নি। উল্লেখিত জনশক্তি রফতানীকারক প্রতিষ্ঠানের লোকজন তাকে আটকে রেখে নির্যাতন করে। দেড়মাস গোপন জায়গায় নির্যাতনের পর গত সোমবার তাকে বগুড়ায় পাঠায়। চিকিৎসকদের ধারণা, নিহতের শরীরে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে।

ভোলায় মুক্তিযোদ্ধাদের বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি পেশ

ভোলা জেলা সংবাদদাতা

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবীতে ভোলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নেতৃবৃন্দ বিক্ষোভ মিছিল ও স্মারকলিপি পেশ করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১১টার দিকে জেলার সর্বস্তরের মুক্তিযোদ্ধারা একত্রিত হয়ে বিভিন্ন শ্লোগান দিয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে এক প্রতিবাদ সভা করে। এতে বক্তব্য রাখেন, মুক্তিযোদ্ধা ও ভোলা সদর উপজেলা চেয়ারম্যান ফজলুল কাদের মজনু, ভোলা জেলা ইউনিট কমান্ডার দোস্ত মাহমুদ, মুক্তিযোদ্ধা থানা কমান্ডার অহিদুর রহমান প্রমুখ। এসময় উপস্থিত ছিলেন, মুক্তিযোদ্ধা জেলা সাধারন সম্পাদক মাহবুবুল আলম নিরব মোল্লা, থানা সদস্য সচিব সাখাওয়াত হোসেন তালুকদার। বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা শেষে মুক্তিযোদ্ধা নেতৃবৃন্দ ভোলার জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের নিকট যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবীতে স্মারকলিপি প্রেরণ করেন। জেলা প্রশাসকের পক্ষে স্মারকলিপি গ্রহণ করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মনজুর মোর্শেদ ও পুলিশ সুপারের পক্ষে ভোলা থানার ওসি শাজাহান শেখ।

দেবিদ্বারে বিধবাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা

দেবিদ্বার (কুমিল্লা) উপজেলা সংবাদদাতা

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে কুমিল্লার দেবিদ্বার পৌর এলাকার উত্তর ভিংলাবাড়ি এলাকার রজ্জব আলী মাস্টারের বাড়ি থেকে আনোয়ারা বেগম (৪০) নামের এক বিধবা মহিলার লাশ উদ্ধার করেছে থানা পুলিশ। জানা যায়, দেবিদ্বার পৌর এলাকার উত্তর ভিংলাবাড়ি এলাকার মৃত হাবিবুর রহমানের স্ত্রী আনোয়ারা বেগম (৪০) কে দুরবৃত্তরা বুধবার দিবাগত রাতে তার নিজ ঘরে গলায় টিপে ও বালিশ দিয়ে শ্বাসরোদ্ধ করে হত্যা করে এবং গলায় থাকা স্বর্ণের চেইন, আংটি ও দুটি মোবাইল নিয়ে যায়। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে খবর পেয়ে থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তার লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য কুমেক হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করেছে। এ ব্যাপারে নিহতের এক মাত্র মেয়ে হ্যাপী আক্তার বাদি হয়ে থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। দেবিদ্বার থানার মামলা নম্বর ২, তারিখ ৪/৩/২০১০ইং। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিহতের দেবর মজিবুর রহমানকে আটক করেছে।

বিদ্যুৎ অফিস ঘেরাও

ভূঞাপুর (টাঙ্গাইল) উপজেলা সংবাদদাতা

ভূঞাপুর উপজেলার অলোয়া ইউনিয়নের চরনিকলা, বরকতপুর ও চরঅলোয়া গ্রামের বিদ্যুৎচালিত ১৮টি সেচ পাম্পের মালিকসহ ২শতাধিক আবাসিক গ্রাহক ১ সপ্তাহ আগে বিকল হয়ে যাওয়া ট্রান্সফরমারটি দ্রুত মেরামত করে তা স্থাপনের দাবিতে গত বুধবার ভূঞাপুরের বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের স্থানীয় আবাসিক প্রকৌশলীর কার্যালয় ঘেরাও করে। জানা যায়, উপজেলার অলোয়া ইউনিয়নের চরঅলোয়া গ্রামস্থ আব্দুল বাছেদ তালুকদারের বাড়ীর কাছে স্থাপিত ১শ’ কেভি ট্রান্সফরমারটি ২৩ ফেব্রুয়ারী বিকল হয়ে পড়ে। বৃহস্পতিবার বিকল ট্রান্সফরমারটি মেরামতের জন্য নিয়ে আসে বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মচারীরা।

সেচ সংকটে কৃষক দুশ্চিন্তায়

সৈয়দপুর (নীলফামারী) উপজেলা সংবাদদাতা

চলতি বোরো আবাদের ভরা মৌসুমে তীব্র সেচ সংকট দেখা দিয়েছে। নালা, ডোবা, খাল-বিলের পানি শুকিয়ে যাওয়ায় এবং বিদ্যুতের লোডশেডিং শুরু হওয়ায় এ সংকট দেখা দিয়েছে। ফলে কৃষকরা চরম আশংকায় পড়েছে। দ্রুত সেচ ব্যবস্থার সমস্যার সমাধান না করা হলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যাবে না বলে কৃষকরা

হতাশা ব্যক্ত করেছে। সৈয়দপুর উপজেলার চাষীরা মঙ্গাপীড়িত হওয়ার সেচের জন্য গভীর নলকূপ স্থাপনে সামর্থবান নয়। এ কারণে কৃষকরা সেচের জন্য নালা, ডোবা, খাল-বিলের পানির উপর নির্ভরশীল। সব সময় তারা এসব পানি ধারে থেকে সেচ কার্য সম্পাদন করে। উপজেলা কৃষি বিভাগ সূত্রে জানা যায়, এবার সৈয়দপুর উপজেলার ৬ হাজার ৪২৭ হেক্টর জমিতে বোরো আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।